দামুড়হুদায় ভাষা শহীদের স্মরণে এমআর লজিস্টিকস ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

দামুড়হুদায় ভাষা শহীদের স্মরণে এমআর লজিস্টিকস ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে। দামুড়হুদার ঐতিহ্যবাহী ইয়াংস্টার ক্রিকেট ক্লাবের ২৫ বছর পূর্তী উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (ডিএফএ) সভাপতি পদপ্রার্থী দামুড়হুদা স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি এমআর লজিস্টিকস বিডি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এখলাছ উদ্দীন সুজনের পৃষ্ঠপোষকতায় শুক্রবার বিকেলে দামুড়হুদা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

দামুড়হুদা স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি এমআর লজিস্টিকস বিডি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এখলাছ উদ্দীন সুজনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এম নুরুন্নবী।

দামুড়হুদা ইয়াং স্টার ক্লাবের আয়োজনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার হোসেন বকুল, দামুড়হুদা ইয়াংস্টার ক্লাবের সভাপতি ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক এমরাজ উদ্দিন খোকন ও দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের অর্থ সম্পাদক শমশের আলী।

দামুড়হুদা নিউ স্টার ক্লাব বনাম মোক্তারপুর ক্রিকেট একাদশের মধ্যে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী খেলা অনুষ্ঠিত হয়। টর্সে জিতে দামুড়হুদা নিউ স্টার ক্লাব প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ১৪ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ৮২ রান সংগ্রহ করে। ৮৩ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে মোক্তারপুর ক্রিকেট একাদশ ১৩ ওভার ২ বলে সবকটি উইকেট হারিয়ে মাত্র ৫৮ রান সংগ্রহ করে। ফলে দামুড়হুদা নিউ স্টার ক্লাব ২৪ রানে জয়লাভ করে। দামুড়হুদা নিউ স্টার ক্লাবের খেলোয়াড় জয় (গাংনী, মেহেরপুর) ৩ ওভার বল করে মাত্র ৪ রানের খরচায় ৩ উইকেট নিয়ে ম্যান অফ দি ম্যাচ নির্বাচিত হন।

খেলায় আম্পায়ার ছিলেন আবুল বাশার ও মুকিত আহম্মেদ। ধারাভাষ্য দেন ইমরান নাজির লিটন। স্কোরার ছিলেন মোস্তাফিজুর রহমান। আজ শনিবার

একই সময় একই মাঠে এমআর লজিস্ট্রিকস বনাম স্টুডেন্ট কেয়ার কোচিং সেন্টার ক্রিকেট একাদশের মধ্যে টুর্নামেন্টের ২য় খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

দামুড়হুদায় প্রকৃতিকে রাঙিয়ে তোলা বসন্তের রুপকন্যা শিমুল বিলুপ্তপ্রায়

গাছে গাছে সবুজ পাতা, মুকুল আর ফুল আর কোকিলের ডাক মনে করিয়ে দেয় বসন্তের আগমনি বার্তা। ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে আবহমান গ্রামবাংলার প্রকৃতিকে রাঙিয়ে অনেক ফুল ফুটলেও এখন আর তেমন চোখে পড়ে না রক্তলাল নয়নাভিরাম শিমুল ফুল। কিন্তু কালের বিবর্তনে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদার আগুন ঝরা ফাগুনে চোখ ধাঁধানো গাঢ় লাল রঙের অপরূপ সাজে সজ্জিত শিমুল গাছ এখন বিলুপ্তপ্রায়।

এক-দেড় যুগ আগেও দামুড়হুদা উপজেলা বিভিন্ন গ্রামের অধিকাংশ বাড়ির আনাচে কানাচে আর রাস্তার পাশে অনেক শিমুল গাছ দেখা যেত। প্রতিটি গাছে গাছে প্রস্ফুটিত শিমুল ফুলই স্মরণ করিয়ে দিত বসন্তের আগমনী বার্তা। বসন্ত আগমনের এক সঙ্গে প্রকৃতি প্রতিটি গাছেই আসতে শুরু করেছে নতুন পাতা। ইতি মধ্যেই কোকিলের সুমিষ্ট কুহুতালে ফাগুনের উত্তাল বাসন্তী হাওয়া দিচ্ছে দোলা। মুকুল আর শিমুল ফুল দেখে বোঝা যায় শীত বিদায় নিয়ে আসছে ফাগুন। শিমুল গাছের শাখাগুলো বসন্তের আগমনে লাল শাড়ির ঘোমটা পরা গ্রাম্য নববধূর সাজে সজ্জিত হতে দেখা যায়, যা দর্শনে হতাশ প্রেমিকের মনেও জাগিয়ে তোলে আশা। অন্যান্য গাছের তুলনায় শিমুল গাছ অনেক উঁচু হওয়ায় বহু দূর থেকে এ মনোরম দৃশ্য চোখে পড়ে। কেবল সৌন্দর্যই বিলায় না, শিমুল গাছের রয়েছে নানা উপকারিতা ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব।

প্রাকৃতিকভাবে তুলা আহরণের অন্যতম অবলম্বন শিমুল গাছ। এ গাছের সব অংশেরই রয়েছে ভেষজ গুণ। গ্রামে শিমূল গাছ ঔষধি গাছ হিসেবেও পরিচিত। গ্রামাঞ্চলের মানুষ বিষ ফোড়া, আখের গুড় তৈরিতে শিমুলের রস ও কোষ্ঠ কাঠিণ্য নিরাময়ে গাছের মূলকে ব্যবহার করতো।

শিমুল গাছ ৯০ থেকে ১০০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় এবং বেশ মোটাও হয়। নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে শিমুল গাছ দেড় শ’ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। শীতের শেষে পাতা ঝরে পড়ে। বসন্তের শুরুতেই গাছে ফুল ফোটে। আর এ ফুল থেকেই হয় ফল। চৈত্র মাসের শেষের দিকে ফল পুষ্ট হয়। বৈশাখ মাসের দিকে ফলগুলো পেকে শুকিয়ে গিয়ে বাতাসে আপনা আপনিই ফল ফেটে প্রাকৃতিকভাবে তুলার সঙ্গে উড়ে উড়ে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়া বীজ থেকেই এর জন্ম হয়। বালিশ, লেপ ও তোশক তৈরিতে শিমুল তুলার জুড়ি নেই। অথচ বর্তমানে মানুষ এ গাছকে তুচ্ছ মনে করে কারণে অকারণে কেটে ফেলছে।

ইটভাটার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার হলেও সেই তুলনায় রোপণ করা হয়নি। ফলে আজ বিলুপ্তির পথে গাছটি। শিমুল গাছ উজাড় হওয়ার ফলে পরিবেশের ওপরে পড়েছে নেতিবাচক প্রভাব। গাছটি নিধনের জন্য একমাত্র ইটভাটাই দায়ী। এ গাছ অনেক উঁচু হওয়ায় কাক, কোকিল, চিল, বকসহ বিভিন্ন ধরনের পাখি বাসা বেঁধে বসবাস করত। এ গাছ উজাড় হওয়ার ফলে এসব পাখিরা আবাসস্থল হারিয়ে পড়েছে অস্তিত্ব সঙ্কটে। গাছ না থাকায় আবাসস্থলের অভাবে ধীরে ধীরে এসব পাখিরাও হারিয়ে যাচ্ছে।

গ্রামে শিমূল গাছ ঔষধি গাছ হিসেবেও পরিচিত। কিন্তু কালের বিবর্তনে আর আধুনিকতার ছোঁয়ায় তেমন চোখে পড়ে না শিমুল গাছ। প্রতিনিয়ত বিলুপ্তি হয়ে যাচ্ছে শিমুল গাছ। যার কারনে গ্রাম বাংলার বুক থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে, অতি চিরচেনা শিমূল গাছ।

দামুড়হুদায় আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে প্রস্তুতিসভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে স্থানীয় ডাকবাংলো চত্তরে উপজেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মঞ্জু।

এসময় তিনি বলেন, বিএনপি জামাতের নৈরাজ্য রুখতে আগামী ১১ ফেব্রুয়ারী শনিবার শান্তি সমাবেশ সফল করতে বিকেল ৩ টার সময় ডাক বাংলো চত্তরে সবাইকে উপস্থিত হওয়ার আহবান জানান। তিনি আরও বলেন, ভেদাভেদ ভূলে নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশ ও মিছিল সফল করতে হবে।

প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজি সহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্মসম্পাদক আজিজুল হক, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ, নতিপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল হক, নতিপোতা ইউপি চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী, দামুড়হুদা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল হাশেম মেম্বার, দপ্তর সম্পাদক বখতিয়ার হোসেন বকুল, নাটুদাহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আ: সালাম। আওয়ামী লীগ নেতা আলফাজ মল্লিক, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্মআহবায়ক সেলিম উদ্দিন বগা, যুগ্ম আহবায়ক এসএম মহাসিন।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আঃ হালিম ভুট্টু। উপজেলা যুবলীগ নেতা হযরত আলী, জাহাঙ্গীর আলম, শেখ হাফিজুর শামসের, হায়দার আলী, হাসান আল বাখার ডলার, নাহিদ, স্বপন, আব্দুল ওদুদ শাহ্ ডিগ্রি কলেজ ছাত্রলীগের আহবায়ক শাহীন মোল্লা, যুগ্ম আহবায়ক এমএ করিম, ছাত্র লীগ নেতা শেখ সোহেল প্রমূখ।

দামুড়হুদা কার্পাসডাঙ্গা বাজারে জোরপূর্বক দোকান

দখলের অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে জোরপূর্বক দোকান ঘর দখল, চেয়ার টেবিল ভাংচুর সহ দোকানের মালামাল ফেলে দেবার অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, কার্পাসডাঙ্গা বাজারে মৎস আড়ৎ এলাকায় মৃত হাফিজ মালিথার ছেলে বিএনপি নেতা আকবত আলী মালিথার সাইকেলের দোকান রয়েছে। যার দোকান নং ৯৩/১। আকবত আলীর দুইটি স্ত্রী। দুই সংসারে তার ৪ ছেলে ও ৩ মেয়ে। দুই পক্ষেরই দুটি করে ছেলে রয়েছে। আকবত আলীর দোকানের ডানদিকে তার মেজো ছেলের দোকান ও তার বামদিকে ৯৩/২ নং দোকানটি তার আরেক ছেলে আফছার আলী। আফছার আলী এই দোকানটিতে দীর্ঘ বছর ধরে মাছুম সু স্টোর নামে জুতা সেন্ডেলের ব্যাবসা করে আসছেন।

বৃহস্পতিবার তার বাবা আকবত আলী ও তার মেজো ছেলে আনছার আলী হঠাৎ করে আফসার আলীর দোকানের পার্টিশন ভেঙ্গে তা দখল করে নেন। সেই সাথে আফছার আলীর দোকানের চেয়ার টেবিল ভাংচুর সহ দোকানের মালামাল ফেলে দেন।

আফছার আলী জানান তার বাবার দুইটা বিয়ে। দুই সংসারে তারা ৪ ভাই ৩ বোন।তিনি তাকে সহ আরেক ভাইকেও দোকানের পজিশন বুঝে দেন।সেই সাথে তিনি নিজের জন্যও একটি বড় দোকান রেখে দেন।দোকান গুলি

৪ ভাই এর নামে লিখে দেবার কথা।আমি বলেছি প্রয়োজনে আপনি সব দোকান একা নেন কিন্তু সকল ভাই এর নামে সমবন্টন করে দেন। যাতে ভবিষ্যতে সকলে এখানে অধিকার পাই। কিন্তু এখন তিনি চক্রান্ত করে তাকে ফাঁকি দেবার উদ্দশ্য বাকি ৩ ছেলেকে দেবেন বলে হঠাৎ করে আজ দোকানের পার্টিশন ভেঙ্গে তা জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছেন ও চেয়ার টেবিল ভাংচুর সহ দোকানের মালামাল ফেলে দিয়েছেন।যাতে করে তার প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ক্ষতি সাধন হয়েছে।

তিনি আরো জানান তিনি দীর্ঘদিন ধরে সংসারে হাল ধরে আছেন । পিতা মাতা সহ ভাই বোনদের দেখা শোনা করে আসছেন,তাদের ওষুধপত্র সব কিনে দেন।তারপরও ১৫ ফুট চওড়া ২৮ ফুট লম্বা এ দোকানগুলোর মধ্য ইতিমধ্যই মেজো ছেলে আনছার ১০ ফুট দখল করে ব্যাবসা করছে আসছে একবার ব্যাবসার ৬০ হাজার টাকা নিয়ে বরিশাল পালিয়ে যায়।ভাই বোন কারো দেখাশোনা করেনা।বরং সে বাড়ি এসে দোকান দখল সহ তাকে

প্রতিনিয়ত হুমকি ধামকি দিচ্ছে।এ বিষয়ে আফছার কার্পাসডাঙ্গা বাজার দোকান মালিক সমিতিতে একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছে বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে তার পিতা আকবত আলী মালিথার সাথে কথা বললে তিনি দোকান নিয়ে কোন মন্তব্য করতে রাজী হননি।

দামুড়হুদায় শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা

দামুড়হুদায় ২১শে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৩ উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সভা কক্ষে এই প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহিদা বেগম, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস, উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান মনির, উপজেলা পাট অফিসার রিয়াজুল ইসলাম, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি লুৎফুল কবির, পার কৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জাকারিয়া আলম, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিনসহ উপজেলার সকল দপ্তরের কর্মকর্তা ও চেয়ারম্যান বৃন্দ।

[redacted]

[redacted]

সালমুন আহম্মেদ ডন, কালিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আসাদুল হক মিকা, প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম।
উপজেলা কৃষি সম্প্রসারন কর্মকর্তা সোহেল রানার উপস্থাপনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন, উপজেলা কৃষি অফিসার হোসেন শহীদ সোহরোয়ার্দি।
অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসের অতিরিক্ত কৃষি অফিসার রেহেনা পারভীন, জগন্নাথপুর গ্রামের কৃষক রবিউল হক প্রমুখ।

আলমডাঙ্গার পৌর শহরে সুপেয় পানির প্লান্টের উদ্বোধন

আলমডাঙ্গার পৌর শহরে প্রথম বারের মত সুপেয় পানির প্লান্টের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেছে পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু।

বুধবার বেলা ১১ টায় শহরের তাঁতি শেড প্রাঙ্গণে এ প্লান্টন স্থাপন করা হয়। এতে পৌর শহরের প্রায় হাজারো মানুষ শীতল, গরম ও বিশুদ্ধ পানি পাবে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু বলেন,’ পৌর শহরে সাধারণ মানুষের জন্য প্রথমবারের মত সুপেয় পানির প্লান্ট স্থাপন করা হচ্ছে। এ প্লান্ট থেকে ঠান্ডা,গরম ও বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যাবে।

সুপেয় পানির প্লান্টের স্বর্গীয় শিবনারায়ণ ভৌতিকা ও স্বর্গীয় গীতা ভৌতিকার নামে স্থাপন করা হচ্ছে। পানির প্লান্ট স্থাপনে ব্যায় ধরা হয়েছে প্রায় ৬ লাখ টাকা। এ অর্থ ব্যায় করবে স্বর্গীয় শিবনারায়ণ ভৌতিকা ও স্বর্গীয় গীতা ভৌতিকার পরিবারবর্গ। প্রতি ঘন্টায় এ পানির প্লান্ট থেকে ২’শ লিটার পানি শোধন করে সাধারণ মানুষ পান করতে পারবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর প্যানেল মেয়র মজিবুল হক, সাবেক উপজেলা আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রবিউল

ইসলাম, গার্মেন্টস মালিক সমিতির সভাপতি বাবলু, সাধারণ সম্পাদক রনি, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ঐক্যপরিষদের সভাপতি মনিন্দ্রনাথ দত্ত, বীরমুক্তিযোদ্ধা মইনুদ্দিন, উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি ডা: অমল কুমার বিশ্বাস, পৌর প্রকৌশলী আসাদ, সুমন, রুহুল, জয় বিশ্বাস, কাসিয়া প্রসাদ আগরওয়ালা, সুশিল কুমার ভৌতিকা, পবন কুমার ভৌতিকা, অমিত কুমার ভৌতিকা, সুমিত কুমার ভৌতিকা, বাপ্পি, বিপুল, হৃত্তীক প্রমূখ।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৫২টি সিসি ক্যামেরা স্থাপন

আলমডাঙ্গায় অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে পৌরসভাকে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে।

একই সাথে পৌরসভার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসানো হয়েছে ৫২টি ক্যামেরা। এতে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও হত্যার মতো অপরাধ নিয়ন্ত্রণ হবে বলে আশাবাদ জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন ও স্থানীয় বাসিন্দাদের।

জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরেই আলমডাঙ্গা পৌরসভাকে নিরাপত্তার জন্য সিসি ক্যামেরা বসানোর দাবি করছিল পৌরবাসী। ইতো পূর্বে আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির উদ্যোগে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হলেও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তা সব ক্যামেরা অকেজো হয়ে যায়। যা অপরাধ মূলক ঘটনা ঘটলেও অপরাধীরা ধরা ছোয়ার বাইরে চলে যায়।

সেই দাবির প্রেক্ষিতে অবশেষে স্থানীয় সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়াদ্দার ছেলুনের অর্থায়নে প্রায় ৫ লাখ টাকা ব্যায়ে পৌরসভায় সিসি ক্যামেরা বসানোর কাজ ইতো মধ্যে শেষ হয়েছে।

মাস ব্যাপী আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি সাইফুল ইসলাম ও বণিক সমিতির সেক্রেটারি কামাল হোসেনের আপ্রাণ

প্রচেষ্টায় কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ক্যামেরা স্থাপন কাজের সার্বক্ষণিক দেখভাল করেন হাবিবুল করিম চনচল।

পৌরবাজার ব্যবসায়ীরা বলেন, পৌর শহরের নিরাপত্তাসহ সবার জানমালের নিরাপত্তায় এই সিসি ক্যামেরা অনেক উপকারে আসবে। তাছাড়া পুলিশ এই সিসি ক্যামেরা সার্বক্ষণিক মনিটরিং করার কারণে বাজার এলাকায় যানজট কমে আসবে।

বণিক সমিতির সেক্রেটারি কামাল হোসেন বলেন, সিসি ক্যামেরা বসানোর কারণে বাজার এলাকাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা আইনখৃঙ্খলা বাহিনীর নজরদারির মধ্যে থাকবে। আর এতে চুরি ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধ অনেকটাই কমে আসবে।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, এই সিসি ক্যামেরা স্থাপনের ফলে পৌর শহরে কোন অনাকাঙ্খিত ঘটনার সৃষ্টি হলে পুলিশ সহজেই অপরাধীদের খুঁজে বের করতে পারবে। সেই সাথে ডিজিটাল মনিটরিং এর মাধ্যমে শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। সার্বক্ষণিক থানার ডিউটি অফিসে দায়িত্বরত অফিসার দ্বারা নজরদাড়ি রাখা হচ্ছে।

দামুড়হুদায় লোকমোর্চার উদ্যোগে ডায়ালগ ও লবি সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় লোকমোর্চার উদ্যোগে ডায়ালগ ও লবি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর সামাজিক সুরক্ষা কর্মসুচি প্রকল্প (এসপিপিএস) এর আওতায় পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন লোকমোর্চার সদস্যগণ, পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম এর সাথে ইউনিয়ন পরিষদ প্রদত্ত বিভিন্ন ভাতা প্রদানের যাচাই-বাছাই কমিটিতে লোকমোর্চার প্রতিনিধি যুক্ত করণ ও ভাতার দাবী

নিয়ে ডায়ালগ ও লবি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

লোকমোর্চার সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইউনুছ আলীর সভাপতিত্বে সভার প্রধান অতিথি ছিলেন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম।

এসময় চেয়ারম্যান লোকমোর্চা প্রতিনিধিদের ভাতা প্রদান যাচাই-বাছাই কমিটিতে যুক্ত করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে সঠিক তালিকা তৈরি করে ইউপি সদস্যদের কাছে প্রদানের জন্য আহ্বান জানান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদের সকল ইউপি সদস্যগণ, লোকমোর্চার প্রতিনিধি, সাংবাদিকবৃন্দ এবং ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সিনিয়র সমন্বয়কারী আনিসুর রহমান, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার সাইফুর রহমান ও প্রোগ্রাম অফিসার ফরহাদ হোসেন প্রমূখ।

চুয়াডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ২০২৩ সালের ছাত্রদের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার চুয়াডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে এই নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিলাল হোসেন এর সভাপতিত্বে উক্ত নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

এ সময় তিনি বলেন, সুন্দর শিক্ষার পরিবেশ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ দ্বারা পরিচালিত ভিক্টোরিয়ান জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের

পাঠদান সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। চুয়াডাঙ্গার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এ ভিক্টোরিয়া জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাশ করে ও অনান্য প্রতিষ্ঠান থেকে লেখাপড়া করে দেশে ও বিদেশে নিজ যোগ্যতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাচ্ছে এবং তারাই এ স্কুলের সুনাম পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, আমি আনন্দিত হয়েছি যে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও এ স্কুলের সকল শিক্ষকদের মাধ্যমে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তার শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। তিনি শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের বই পড়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

নবীন বরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল মামুন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিল আরা চৌধুরী সহ বিভিন্ন পদমর্যাদার শিক্ষকমন্ডলী, অভিভাবক ও ছাত্রবৃন্দ।